অর্থ কমিশন/Finance Commission

অর্থ কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা যা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জন্য রাজস্ব বরাদ্দ করে। 1951 সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদের অধীনে অর্থ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের অর্থ কমিশন গঠনের মূল ধারণাটি ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি সুস্থ আর্থিক এবং সহায়ক সম্পর্ক স্থাপন করা।

অর্থ কমিশন WBCS Exam-র জন্য ভারতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতির একটি অংশ। অর্থ কমিশন, এর কার্যাবলী, রচনা এবং ভারতের পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সম্পর্কে সর্বশেষ খবর সম্পর্কে আরও জানুন।

অর্থ কমিশন কি?

ভারতের অর্থ কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা যা সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে করের রাজস্ব বরাদ্দ এবং বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ভারতীয় সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদে অর্থ কমিশনকে একটি আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- অর্থ কমিশন প্রতি 5 বছর অন্তর বা মধ্য-মেয়াদে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্বারা গঠিত হয়।

সর্বশেষ এবং সাম্প্রতিক তম কমিশনটি 2017 সালের নভেম্বরে 15তম অর্থ কমিশন গঠন করা হয়েছিল, যার সভাপতিত্ব করেছিলেন এনকে সিং, যিনি পূর্বে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

সম্প্রতি, অজয় নারায়ণ ঝা 15তম অর্থ কমিশনে সদস্য হিসাবে যোগ দেন এবং শ্রী শক্তিকান্ত দাসের স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি কমিশনের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হন।

ভারতের অর্থ কমিশন

নীচে অর্থ কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাইলাইট উল্লেখ করা হয়েছে

ভারতের অর্থ কমিশন	হাইলাইটসমূহ
অর্থ কমিশন আর্টিকেল	আর্টিকেল 280
অর্থ কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান	এন কে সিং

15তম অর্থ কমিশন	2021-22 থেকে 2025-26 সাল পর্যন্ত যে সুপারিশগুলো অনুসরণ করতে হবে
14তম অর্থ কমিশন	চেয়ারম্যান - ওয়াইভি রেড্ডি। প্রতিবেদনে উল্লম্ব এবং অনুভূমিক কর হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে।
প্রথম অর্থ কমিশন	1951 সালের 22 নভেম্বর শ্রী কে সি নেওগির অধীনে প্রথম অর্থ কমিশন গঠিত হয়।
অর্থ কমিশন কে নিয়োগ করে?	ভারতের রাষ্ট্রপতি
ভারতের অর্থ কমিশনে কতজন সদস্য রয়েছে?	1 চেয়ারম্যান + 4 সদস্য

অর্থ কমিশনের ইতিহাস

1920 সালের গোড়ার দিকে ভারতের অর্থ কমিশনের বিধানের খসড়া তৈরি করা হয়েছিল যাতে ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারকারী ব্যবসাগুলিকে সুসংহত করা যায়। অসাম্যগুলি সংশোধন

করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, ডঃ বি আর আম্বেদকর, তৎকালীন আইন মন্ত্রী, 1952 সালে কে.সি. নেওগির সভাপতিত্বে প্রথম অর্থ কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কমিশনের আইন ও বিধিগুলির খসড়াগুলি এর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক ব্যবধান বন্ধ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে অনেকগুলি পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে 268 অনুচ্ছেদ, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে শুল্ক আরোপের অনুমতি দেয় তবে কর সংগ্রহ এবং বজায় রাখার জন্য এটি রাজ্যগুলির উপর ছেড়ে দেয়।

অর্থ কমিশনের গঠন

অর্থ কমিশন একজন চেয়ারম্যানের সাথে আরও চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত, যারা ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। এই সকল সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার আদেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি অর্থ কমিটির সদস্যদের নিয়োগ ও পুনর্নিয়োগের জন্য সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত করেছেন।

ভারতের সংবিধান সংসদকে অর্থ কমিশনের সদস্যদের নির্বাচনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়েছে। ভারতের সংসদ চেয়ারপার্সন এবং কমিশনের সদস্যদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করে যাদের জনসাধারণের বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ভারতের অর্থ কমিশনের সদস্য

ভারতের অর্থ কমিশনের সদস্যরা একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত। চেয়ারম্যান কমিশনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেন এবং এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

- বর্তমানে, ভারতের অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন হলেন নন্দ কিশোর সিং,

বাকি চার সদস্য হলেন

- অজয় নারায়ণ ঝা
- অশোক লাহারি
- অনুপ সিং
- ডঃ রমেশ চাঁদ।
- অর্থ কমিশনের সচিব হলেন শ্রী অরবিন্দ মেহতা।

অর্থ কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা

চেয়ারম্যান ছাড়াও, অর্থ কমিশনের অন্য চারজন সদস্যকে অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে:

- উচ্চ আদালতের একজন বিচারক বা আর্থিক বিষয়ে অর্থ বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য।
- একজন সদস্য অর্থ কমিটির অংশ হতে পারবেন যদি তার আর্থিক এবং সরকারের জন্য অ্যাকাউন্ট পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকে।

- প্রশাসনের পাশাপাশি আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন ব্যক্তি।

কোনও সদস্যের সদস্যপদ অর্থ কমিটি থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে যদি তাকে মানসিকভাবে অযোগ্য বা কোনও ধরণের নৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত বলে মনে করা হয়। মনে রাখবেন, সমস্ত সদস্য ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন, তাই তিনি প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন বা সদস্যদের পুনরায় নিয়োগ করতে পারেন।

অর্থ কমিশনের সদস্যদের মেয়াদ

অর্থ কমিশনের সদস্যদের মেয়াদ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত, সদস্যদের 5 বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয় তবে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে, সদস্যদের পুনরায় নিয়োগ করা যেতে পারে।

অর্থ কমিশনের কার্যাবলী

ভারতের অর্থ কমিশনের অনেক কাজ রয়েছে। অর্থ কমিশন ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপারিশ করার কথা।:

1. করের নিট আয়ের বন্টন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়া উচিত।
2. রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুদান-ইন-এইড পরিচালনা করে তা সংহত তহবিলের বাইরে।

3. যে কোনও বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা সাউন্ড ফাইন্যান্সের স্বার্থে।
4. রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির সম্পদের পরিপূরক হিসাবে একটি রাজ্যের সংহত তহবিল প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি।
5. অর্থ কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং তার কার্যসম্পাদনে ক্ষমতা ভোগ করে।
6. প্রতি 5 বছর অন্তর অর্থ কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কর বন্টনের পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে অনুদান-ইন-এইড পরিচালনা করার নীতিগুলির ভিত্তি নির্ধারণ করে।

অর্থ কমিশনের ভূমিকা

ভারতের অর্থ কমিশন যে সুপারিশগুলি তৈরি করেছে তা কেবলমাত্র পরামর্শদাতা প্রকৃতির এবং সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে যে হয় তার সুপারিশগুলি কার্যকর করা বা রাজ্যগুলিকে অর্থ প্রদান করা।

- আদর্শগতভাবে, এটা বলা ঠিক হবে যে এটি সংবিধানে লিখিত বা বর্ণিত নয় যে অর্থ কমিশন দ্বারা উত্থাপিত সুপারিশগুলি ভারত সরকারকে আবদ্ধ করে বা অর্থ কমিশন দ্বারা প্রস্তাবিত তহবিল গ্রহণ করার জন্য রাজ্যগুলির পক্ষে আইনী অধিকার উত্থাপন করে।

- ভারতের সংবিধান অর্থ কমিশনকে ভারতে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ভারসাম্যের চাকা হিসাবে তত্ত্বাবধান করে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন, যা একটি অ-সাংবিধানিক এবং অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ছিল, 2014 সাল পর্যন্ত রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে হ্রাস করেছিল। চতুর্থ অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন ডঃ পি ভি রাজামন্নার এটি তুলে ধরেছিলেন যে, অর্থ কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন ফেডারেল আর্থিক স্থানান্তরে তাদের দায়িত্ব এবং দায়িত্বকে ওভারল্যাপ করেছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে 2015 সালে নীতি আয়োগ নামে একটি নতুন সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছিল।

অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন

অর্থ কমিশনের তৈরি রিপোর্ট ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হয়। সংসদের প্রতিটি কক্ষ রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা ও নেতৃত্বে অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনা করে। ভারতের অর্থ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলির ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়-

1. এর মধ্যে রয়েছে কর ও শুল্ক বণ্টন সংক্রান্ত সুপারিশ, যা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কার্যকর করতে হবে।
2. কেন্দ্রীয় সহায়তা এবং ঋণ ত্রাণের পেট্রোলিয়াম মোডের মুনাফা ভাগ করে কার্যকর করার জন্য নির্বাহী আদেশগুলি কার্যকর করা হবে।

3. সরকারী সংস্থাগুলি অর্থ কমিশনের দেওয়া সুপারিশগুলির দ্বারা আবদ্ধ নয়, এবং তারা সম্পূর্ণরূপে পরামর্শদাতা। এটি সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর নির্ভর করে কারণ ভারত সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে অর্থ প্রদান করা হবে।

ফিনান্স কমিশন অফ ইন্ডিয়া এর তালিকা

অর্থ কমিশন	সভাপতি	সাল
প্রথম	কে.সি. নিওগি	1951
দ্বিতীয়	কে. সান্থানাম	1956
তৃতীয়	এ কে চন্দ	1960
চতুর্থ	ডঃ পি ভি রাজামন্নার	1964
পঞ্চম	মহাবীর ত্যাগী	1968
ষষ্ঠ	ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি	1972
সপ্তম	জে এম শেলাট	1977
অষ্টম	ওয়াই বি চহ্বান	1982
নবম	এন.কে.পি. সালভে	1987
দশম	কে.সি. পান্ত	1992
একাদশ	এ এম খুসরু	1998
দ্বাদশ	ডঃ সি রঙ্গরাজন	2002
ত্রয়োদশ	ডঃ বিজয় কেলকার	2007

চতুর্দশ	ওয়াইভি রেড্ডি	2013
পঞ্চদশ	এন কে সিং	2017

ভারতের অর্থ কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে?

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বর্তমান চেয়ারপার্সন হলেন এন কে সিং, যিনি 2017 সালের নভেম্বরে ভারতের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। এনকে সিং 2021-22 থেকে শুরু করে 2025-26 সাল পর্যন্ত 5 বছরের জন্য সুপারিশগুলি পরিবেশন করবেন।

ভারতে একটি অর্থ কমিশনের প্রয়োজনীয়তা কী?

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দেশটিকে দ্বৈত স্তরে শাসন করার অনুমতি দেয়, যা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ভাগ করে। অতএব, সমস্ত দায়িত্বের পাশাপাশি, করের ক্ষমতাগুলি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে বিভক্ত।

ভারতে অর্থ কমিশনের মূল সুপারিশগুলি কী কী?

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ডেমোগ্রাফিক পারফরমেন্সকে 12.5%, আয় 45%, জনসংখ্যা ও এলাকাকে 15% এবং করের পরিমাণ 2.5% দ্বারা বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির জন্য অর্থ কমিশনার কে নিয়োগ করেন এবং কোন সময়কালের জন্য?

ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য অর্থ কমিশনার নিয়োগ করেন এবং একটি রাজ্যের গভর্নরকে রাজ্যের জন্য অর্থ কমিশনার নিয়োগ করতে হয়। উভয় কর্তৃপক্ষেরই 5 বছরের জন্য অর্থ কমিশনের দায়িত্ব পালন করার কথা রয়েছে।